প্রথম আলো

তারিখ = 3 AUG 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ অব্যাহত অনুসন্ধান কমিটি পুনর্গঠন

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আইন বিভাগের এক শিক্ষককে চাকরিচ্যুতির নোটিশের জের ধরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সংকট চতুর্থ দিনে গড়ালেও কোনো সমাধান হয়নি। গতকাল বুধবারও বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

এদিকে সংকট সমাধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামসহ পাঁচ সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি পুনর্গঠন করেছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি বিদ্যমান পরিস্থিতিতে গতকাল ও আজ বৃহস্পতিবার ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে যেসব পরীক্ষা চলমান রয়েছে, তা অব্যাহত থাকবে।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, চুক্তিতে থাকা শিক্ষক ফারহান উদ্দিন আহমেদকে গত ৩০ জুলাই মানবসম্পদ বিভাগ থেকে চাকরিচ্যুতির নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ই-মেইলে অস্বীকৃতি জানালে রেজিস্ট্রার বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা তাঁর আইডি কার্ড নিয়ে নেন এবং তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। এরপর থেকেই মহাখালীতে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রধান ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করেন।

গতকাল চতুর্থ দিনে সকাল নয়টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসের সামনে, পাশের সড়কে ও ক্যাম্পাসের নিচতলায় শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে প্রতিবাদ করেন। গতকালের বিক্ষোভে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ও 'ল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ব্র্যাক'-এর সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, গতকাল বেলা তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়া হয়। তখন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মীদের হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তি হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবনের শাটার বন্ধ করে দেন।

এদিকে গতকাল বিকেলে কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় অনুসন্ধান কমিটি পুনর্গঠনের কথা জানায়। কমিটিকে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে। অনুসন্ধান কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন অধ্যাপক আফসান চৌধুরী, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তাজদিন হাসান ও একজন ছাত্র প্রতিনিধি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই কমিটি ৩০ জুলাই সংঘটিত ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও সত্য উদ্‌ঘাটন করবে। এ ছাড়া শিক্ষক ফারহান উদ্দিন আহমেদের চুক্তি শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান নীতিমালা ও নির্দেশিকায় পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হলে কমিটি তা-ও করতে পারবে।

তবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলছেন, এই কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তে 'ল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ব্র্যাক'-এর সদস্য রাখতে হবে। এ ছাড়া রেজিস্ট্রারের পদত্যাগ, শিক্ষক ফারহান উদ্দিন আহমেদকে চাকরিতে পুনর্বহাল, শিক্ষার্থী ও নারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির বিচার করতে হবে। এসব বিষয় সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।